বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল এর বার্ষিক অডিট রিপোর্ট

রিপোর্টের সনঃ ২০১৭-২০১৮

ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়

[বাংলাদেশ কেবল শিল্প লিমিটেড এর ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরের ফিন্যান্সিয়াল অডিট]

ডাক, টেলিযোগাযোগ, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক অডিট অধিদপ্তর

[দি কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল (এ্যাডিশনাল ফাংশন্স) এ্যাক্ট, ১৯৭৪ এর ধারা-৫(১) অনুযায়ী এ নিরীক্ষা প্রতিবেদন মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট পেশকৃত]

বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল এর
বার্ষিক অডিট রিপোর্ট
রিপোর্টের সনঃ ২০১৭-২০১৮

প্রথম খণ্ড

ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়
অর্থ বছরঃ ২০১৬-২০১৭

ডাক, টেলিযোগাযোগ, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক অডিট অধিদপ্তর

[দি কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল (এ্যাডিশনাল ফাংশন্স) এ্যাক্ট, ১৯৭৪ এর ধারা-৫(১) অনুযায়ী এ নিরীক্ষা প্রতিবেদন মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট পেশকৃত]

সূচিপত্র

ক্রমিক নম্বর	বিবরণ	পৃষ্ঠা নম্বর
১.	মুখবন্ধ	১
	প্রথম খন্ড	
২.	প্রথম অধ্যায়	২-৮
	নির্বাহী সার-সংক্ষেপ	৩
	অডিট অনুচ্ছেদের সার-সংক্ষেপ	৪
	অডিট বিষয়ক তথ্য	৫
	ম্যানেজমেন্ট ইস্যু	৬
	অনিয়ম ও ক্ষতিসমূহের কারণ	৭
	অডিটের সুপারিশ	৮
৩.	দ্বিতীয় অধ্যায় (অডিট অনুচ্ছেদসমূহ)	৯-১৬
	দ্বিতীয় খন্ড	
৪.	অনুচ্ছেদ ভিত্তিক পরিশিষ্ট	১-৪

মুখবন্ধ

১। দি কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল (এ্যাডিশনাল ফাংশন্স) এ্যাক্ট, ১৯৭৪ এর ধারা-৫ অনুযায়ী সকল Statutory Public Authority ও Local Authority এর হিসাব নিরীক্ষা করার জন্য বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল ক্ষমতাপ্রাপ্ত।

২। ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় এর নিয়ন্ত্রণাধীন বাংলাদেশ কেবল শিল্প লিমিটেড এর ২০১৬-১৭ অর্থ বছরের আর্থিক কার্যক্রমের ওপর ডাক, টেলিযোগাযোগ, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক অডিট অধিদপ্তর কর্তৃক নমুনামূলক যাচাইয়ের মাধ্যমে নিরীক্ষাপূর্বক এ প্রতিবেদন প্রণয়ন করা হয়েছে। প্রতিষ্ঠানের সম্পদ ও অর্থ ব্যবহারের ক্ষেত্রে চিহ্নিত গুরুত্বপূর্ণ অনিয়মসমূহ সংশ্লিষ্ট অংশীজনের নজরে আনয়ন করাই এ নিরীক্ষার মূল উদ্দেশ্য।

৩। নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানে অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণ, সরকারি অর্থ আদায়, আদায়কৃত অর্থ জমা প্রদান ও ব্যয়ে প্রচলিত বিধি-বিধান পরিপালন, একই ধরণের অনিয়মের পুনরাবৃত্তি না ঘটানো বিষয়ে কর্তৃপক্ষের মনোনিবেশ করার প্রয়োজনীয়তা এ প্রতিবেদনে প্রতিফলিত হয়েছে।

৪। এ প্রতিবেদনে অন্তর্ভুক্ত ৬টি অনুচ্ছেদে বর্ণিত অনিয়মসমূহ অফিস প্রধানসহ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের মুখ্য হিসাবদানকারী কর্মকর্তা বরাবর উপস্থাপন করা হয়েছে এবং প্রাপ্তি সাপেক্ষে তাঁদের লিখিত জবাব বিবেচনাপূর্বক এ প্রতিবেদন চূড়ান্ত করা হয়েছে।

৫। এ নিরীক্ষা সম্পাদন ও প্রতিবেদন প্রণয়নে বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল কর্তৃক জারিকৃত Government Auditing Standards অনুসরণ করা হয়েছে।

৬। জাতীয় সংসদে উপস্থাপনের লক্ষ্যে দি কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল (এ্যাডিশনাল ফাংশন্স) এ্যাক্ট, ১৯৭৪ এর ধারা-৫(১) অনুযায়ী এ নিরীক্ষা প্রতিবেদন মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট পেশ করা হলো।

তারিখঃ ১১/১২/১৪২৬ বঙ্গাব্দ।
২৫/০৩/২০২০ খ্রিষ্টাব্দ।

(মোহাম্মদ মুসলিম চৌধুরী)
কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল
বাংলাদেশ।

প্রথম অধ্যায়

(অডিট অনুচ্ছেদসমূহের সার-সংক্ষেপ ও ম্যানেজমেন্ট ইস্যু)

নির্বাহী সার-সংক্ষেপ

১। **এনটিটি/প্রতিষ্ঠান পরিচিতিঃ** বাংলাদেশ কেবল শিল্প লিমিটেড গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ একটি শিল্প প্রতিষ্ঠান। ১৯৬৭ সালের তৎকালীন পাকিস্তান সরকার এবং পশ্চিম জার্মানীর মেসার্স সিমেন্স এর যৌথ উদ্যোগে এ প্রতিষ্ঠানটি শিরোমনি, খুলনায় স্থাপিত হয়। ১৯৭২ সাল থেকে এ প্রতিষ্ঠানটি বাণিজ্যিকভাবে আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন টেলিযোগাযোগ কপার কেবল উৎপাদন করে দেশের ১০০% চাহিদা পূরণ করে আসছে।

২। **প্রতিষ্ঠানের বাজেট ও অর্থায়নের উৎসঃ** সংস্থা কর্তৃক উৎপাদিত পণ্যের বিক্রয়লব্ধ অর্থ বাজেট ও অর্থায়নের উৎস।

৩। **প্রতিষ্ঠানের প্রশাসনিক ও আর্থিক নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাঃ** বাংলাদেশ কেবল শিল্প লিমিটেড একজন ব্যবস্থাপনা পরিচালকের নেতৃত্বে, পরিচালনা পর্ষদের নির্দেশনা মোতাবেক পরিচালিত হচ্ছে। বর্তমানে পরিচালনা পর্ষদে ৮ জন পরিচালক আছেন। এ প্রতিষ্ঠানে এ্যাক্রুয়াল (Accrual) ভিত্তিক ম্যানুয়াল পদ্ধতিতে হিসাব সংরক্ষণ করা হয়। নিজস্ব বাজেট বরাদ্দের মাধ্যমে ব্যবস্থাপনা পরিচালক কর্তৃক প্রতিষ্ঠানটির ব্যয় পরিচালনা করা হয়ে থাকে।

৪। নিরীক্ষার উদ্দেশ্যঃ বাংলাদেশ কেবল শিল্প লিমিটেড এর ২০১৬-২০১৭ আর্থিক সালের আয় ও ব্যয় সরকারি বিধি বিধান এবং সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের বিধি বিধানের আলোকে সম্পন্ন করা হয়েছে কিনা তা যাচাই করা। এক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানের যাবতীয় কর্মকাণ্ড বিশেষতঃ বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা অনুযায়ী কর্ম সম্পাদন (সম্পদ সংগ্রহ, মেরামত ও সংরক্ষণ, নির্মাণ ও পূর্ত) ও অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা ইত্যাদি নিরীক্ষার আওতায় আনা হয়।

৫। **নিরীক্ষা পরিকল্পনায় চিহ্নিত ঝুঁকিসমূহঃ** কেবল উৎপাদনের জন্য সংগৃহীত কাঁচামাল ক্রয়, গুদামজাতকরণ ও ব্যবহার, সম্পদ সংগ্রহ, মোটরযান, কম্পিউটার ক্রয় মেরামত ও সংরক্ষণ।

৬। **নমুনায়ন পদ্ধতি/কৌশলঃ** বাজেটের আওতায় এনটিটি,র মোট ব্যয়কে ১% হারে ম্যাটেরিয়ালিটি লেভেল বিবেচনা করে নিরীক্ষার জন্য নির্বাচন করা হয়েছে। ভাউচার নমুনায়ন এর ক্ষেত্রে মোট ব্যয়ের খাত ভিত্তিক খরচের ১.৫% হতে ২.৫% হারে ম্যাটেরিয়ালিটি লেভেল বিবেচনা করা হয়েছে। কম ঝুঁকিপূর্ণ কোন ব্যয়ের ম্যাটেরিয়ালিটি লেভেল নির্ধারণ করা হয়নি। শুধু উচ্চ ঝুঁকি ও মধ্যম ঝুঁকি খাতগুলোর ম্যাটেরিয়ালিটি লেভেল নির্ধারণ করে অডিট পরিকল্পনা প্রস্তুত করা হয়েছে। বাস্তব যাচাই (Substantive Test) এর ক্ষেত্রে Systematic Random Basis Sampling করা হয়। যে ক্ষেত্রে পর্যাপ্ত নয় সে ক্ষেত্রে Judgemental Sampling Method ব্যবহার করা হয়েছে। অডিটের ক্ষেত্রে Audit Design Matrix ব্যবহার করা হয়েছে।

৭। **নিরীক্ষা পরিকল্পনায় চিহ্নিত ঝুঁকির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ পর্যবেক্ষণসমূহ ঃ**

অনুচ্ছেদ নং	অনুচ্ছেদের শিরোনাম
১.	Workers' Profit Participation Fund এ বরাদ্দ দেখিয়ে শ্রমিক কল্যাণ তহবিলে কর্পোরেট ট্যাক্স বাদ না দিয়ে নীট লাভের ৫% হারে প্রদান করায় ৭৫,৭৪,৪৬২ (মাত্র পঁচাত্তর লক্ষ চুয়াত্তর হাজার চারশত বাষট্টি) টাকা অতিরিক্ত পরিশোধ।
২.	কর্পোরেট ট্যাক্স বাবদ ৮৩,৪৯,৮০০ (মাত্র তিরাশি লক্ষ উনপঞ্চাশ হাজার আটশত) টাকা কম পরিশোধ করায় সরকারের রাজস্ব ক্ষতি ।

অনুচ্ছেদ নং	অনুচ্ছেদের শিরোনাম
৩.	নন-রেসপনসিভ একক দরপত্র উচ্চ মূল্যে গ্রহণ করে ১৪০০০০ কিঃ মিঃ অপটিক্যাল ফাইবার ক্রয় করায় ২,৪৬,০৭,৮০০ (মাত্র দুই কোটি ছেচল্লিশ লক্ষ সাত হাজার আটশত) টাকা আর্থিক ক্ষতি।
৪.	আনেষ্টিমানি বাজেয়াপ্ত না করায় ইউএস ডলার ২২০০০ সমপরিমাণ ১৭,৬০,০০০ (মাত্র সতের লক্ষ ষাট হাজার) টাকা (১ ইউএস ডলার = ৮০ টাকা হারে) আর্থিক ক্ষতি ।
৫.	বিলম্বে শিপমেন্টের জন্য লিকুইডেটেড ডেমেজ বাবদ ৬,৬৫,০৯১ (মাত্র ছয় লক্ষ পয়ষট্টি হাজার একানব্বই) টাকা আদায় না করায় আর্থিক ক্ষতি।
৬.	ত্রুটিপূর্ণ আন্তর্জাতিক দরপত্র আহ্বানের মাধ্যমে ৫৬টি প্যাকেজে ৫৯,৪৯,২৬,২৫৬ (মাত্র উনষাট কোটি উনপঞ্চাশ লক্ষ ছাব্বিশ হাজার দুইশত ছাপ্পান্ন) টাকার বিভিন্ন প্রকার কাঁচামাল বিধি বহির্ভূতভাবে ক্রয়।

অডিট অনুচ্ছেদের সার-সংক্ষেপ

অনুচ্ছেদ নং	অনুচ্ছেদসমূহের শিরোনাম	জড়িত টাকা	পৃষ্ঠা নং
	বাংলাদেশ কেবল শিল্প লিমিটেড		
১	Workers' Profit Participation Fund এ বরাদ্দ দেখিয়ে শ্রমিক কল্যাণ তহবিলে কর্পোরেট ট্যাক্স বাদ না দিয়ে নীট লাভের ৫% হারে প্রদান করায় অতিরিক্ত পরিশোধ।	৭৫,৭৪,৪৬২/-	১০
২	কর্পোরেট ট্যাক্স বাবদ কম পরিশোধ করায় সরকারের রাজস্ব ক্ষতি ।	৮৩,৪৯,৮০০/-	১১
৩	নন-রেসপনসিভ একক দরপত্র উচ্চ মূল্যে গ্রহণ করে ১৪০০০০ কিঃ মিঃ অপটিক্যাল ফাইবার ক্রয় করায় আর্থিক ক্ষতি।	২,৪৬,০৭,৮০০/-	১২
৪	আনেষ্টিমানি বাজেয়াপ্ত না করায় ইউএস ডলার ২২০০০ সমপরিমাণ আর্থিক ক্ষতি ।	১৭,৬০,০০০/-	১৩
৫	বিলম্বে শিপমেন্টের জন্য লিকুইডেটেড ডেমেজ বাবদ আদায় না করায় আর্থিক ক্ষতি।	৬,৬৫,০৯১/-	১৪
৬	ত্রুটিপূর্ণ আন্তর্জাতিক দরপত্র আহ্বানের মাধ্যমে ৫৬টি প্যাকেজে বিভিন্ন প্রকার কাঁচামাল বিধি বহির্ভূতভাবে ক্রয়।	৫৯,৪৯,২৬,২৫৬/-	১৫-১৬
	সর্বমোট = ৬৩,৭৮,৮৩,৪০৯/- (মাত্র তিষট্টি কোটি আটাত্তর লক্ষ তিরাশি হাজার চারশত নয় টাকা)		

অডিট বিষয়ক তথ্য

নিরীক্ষা অর্থ বছর	:	২০১৬-২০১৭
নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠান	:	বাংলাদেশ কেবল শিল্প লিমিটেড (বাকেশি)।
নিরীক্ষার প্রকৃতি	:	রিস্ক বেইজড ফাইনান্সিয়াল অডিট।
নিরীক্ষার সময়	:	২৫-১২-২০১৭ খ্রিঃ হতে ৩০-০১-২০১৮ খ্রিঃ পর্যন্ত।
নিরীক্ষার পদ্ধতি	:	পরীক্ষামূলক স্থানীয় নিরীক্ষা।
অডিট রিপোর্ট প্রণয়নে সার্বিক তত্ত্বাবধানে	:	মহাপরিচালক, ডাক, টেলিযোগাযোগ, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক অডিট অধিদপ্তর।

ম্যানেজমেন্ট ইস্যু

ডাক, টেলিযোগাযোগ, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক অডিট অধিদপ্তর কর্তৃক ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরের হিসাব নিরীক্ষাকালে ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের আওতায় বাংলাদেশ কেবল শিল্প লিমিটেড এর ব্যবস্থাপনা দুর্বলতার কারণে ম্যানেজমেন্ট ইস্যু বিষয়ক ব্যত্যয়সমূহ পরিলক্ষিত হয়।

ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের দুর্বলতা এবং সরকারি বিধি-বিধান পরিপালন না করার কারণে অনিয়মগুলো সংঘটিত হয়েছে, যার প্রতি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলো। অডিট অনুচ্ছেদসমূহে জড়িত অর্থ আদায়/সমন্বয়ের ক্ষেত্রে প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষের প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করা প্রয়োজন। এছাড়া প্রতিষ্ঠানের আর্থিক শৃঙ্খলা নিশ্চিতকল্পে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে এ ধরনের ব্যত্যয়ের পুনরাবৃত্তি রোধ করা সম্ভব।

ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের অধীন প্রতিষ্ঠানসমূহে অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ দৃঢ়ীকরণের মাধ্যমে আর্থিক ব্যবস্থাপনার দুর্বলতা, অনিয়ম, ত্রুটি-বিচ্যুতি ইত্যাদি বহুলাংশে কমিয়ে আনার কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করতঃ প্রতিষ্ঠানগুলোকে লাভজনক প্রতিষ্ঠানে পরিণত করার প্রচেষ্টা গ্রহণ করা যেতে পারে।

অনিয়ম ও ক্ষতিসমূহের কারণ

১। সরকারি আদেশ ও আর্থিক বিধি-বিধান যথাযথভাবে পরিপালন না করা।

২। যথাযথভাবে ঠিকাদারী/সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান নির্বাচন না করা।

৩। পিপিআর, ২০০৮ অনুসরণ না করা।

৪। আয়কর অধ্যাদেশ যথাযথভাবে অনুসরণ না করা।

৫। চুক্তির শর্ত যথাযথভাবে পরিপালন না করা।

৬। অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থায় দুর্বলতা।

অডিটের সুপারিশ

১। সরকারি আদেশ ও আর্থিক বিধি-বিধান যথাযথভাবে পরিপালন করা আবশ্যক।

২। যথাযথভাবে ঠিকাদারী/সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান নির্বাচন করা আবশ্যক।

৩। পিপিআর, ২০০৮ যথাযথভাবে অনুসরণ করা আবশ্যক।

৪। আয়কর অধ্যাদেশ যথাযথভাবে অনুসরণ করা আবশ্যক।

৫। চুক্তির শর্ত যথাযথভাবে পরিপালন করা আবশ্যক।।

৬। অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা শক্তিশালী করা আবশ্যক।

দ্বিতীয় অধ্যায়

(অডিট অনুচ্ছেদসমূহ)

অনুচ্ছেদ নং-১

শিরোনামঃ Workers' Profit Participation Fund এ বরাদ্দ দেখিয়ে শ্রমিক কল্যাণ তহবিলে কর্পোরেট ট্যাক্স বাদ না দিয়ে নীট লাভের ৫% হারে প্রদান করায় ৭৫,৭৪,৪৬২ (মাত্র পঁচাত্তর লক্ষ চুয়াত্তর হাজার চারশত বাষট্টি) টাকা অতিরিক্ত পরিশোধ।

বিবরণঃ

বাংলাদেশ কেবল শিল্প লিমিটেড, শিরোমনি, খুলনা অফিসের ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরের আর্থিক বিবরণী নিরীক্ষায় দেখা যায়, Workers' Profit Participation Fund এ বরাদ্দ দেখিয়ে শ্রমিক কল্যাণ তহবিলে কর্পোরেট ট্যাক্স বাদ না দিয়ে ৫% হারে ১,৬২,৮২,১০৯/-টাকার স্থলে ২,৩৮,৫৬,৫৭১/- টাকা প্রদান করায় (২,৩৮,৫৬,৫৭১ - ১,৬২,৮২,১০৯) = ৭৫,৭৪,৪৬২ (মাত্র পঁচাত্তর লক্ষ চুয়াত্তর হাজার চারশত বাষট্টি) টাকা অতিরিক্ত পরিশোধ করা হয়েছে।

বাংলাদেশ কেবল শিল্প লিমিটেড এর ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরের আর্থিক বিবরণী অনুযায়ী দেখা যায় যে,

কর্পোরেট ট্যাক্সসহ মোট লাভ = ৫০,০৯,৮৭,৯৯১/- টাকা।

কর্পোরেট ট্যাক্স বাদে নীট লাভ [৫০,০৯,৮৭,৯৯১-(৫০,০৯,৮৭,৯৯১×৩৫%)] = ৩২,৫৬,৪২,১৯৫/- টাকা।

শ্রমিক কল্যাণ তহবিলে প্রদানকৃত (কর্পোরেট ট্যাক্স বাদ না দিয়ে) = ২,৩৮,৫৬,৫৭১/- টাকা।

শ্রমিক কল্যাণ তহবিলে ৫% হারে প্রদানযোগ্য (কর্পোরেট ট্যাক্স বাদে) = ৩২,৫৬,৪২,১৯৫ × ৫% = ১,৬২,৮২,১০৯/- টাকা।

অতিরিক্ত পরিশোধ = (২,৩৮,৫৬,৫৭১ - ১,৬২,৮২,১০৯) = ৭৫,৭৪,৪৬২/-টাকা।

অনিয়মের কারণঃ

- ❑ বাংলাদেশ শ্রম ও শিল্প আইনের ২৩৪ ধারা মতে নীট লাভের ৫% হারে শ্রমিক কল্যাণ তহবিলে স্থানান্তরের বিধান আছে।
- ❑ নীট লাভ বলতে সকল খরচ ও কর্পোরেট ট্যাক্স বাদ দিয়ে নীট লাভ নির্ধারিত হয়। কিন্তু স্থানীয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সরকারের কর্পোরেট ট্যাক্স প্রদানের পূর্বে ৫% হারে কল্যাণ তহবিলে অর্থ স্থানান্তর করার ফলে ৭৫,৭৪,৪৬২/- (মাত্র পঁচাত্তর লক্ষ চুয়াত্তর হাজার চারশত বাষট্টি) টাকা অতিরিক্ত পরিশোধ করা হয়েছে।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ

স্থানীয় অফিস হতে ২৬-০৬-২০১৮ খ্রিঃ তারিখে প্রাপ্ত জবাবে বলা হয়েছে যে, শ্রম আইনের ২০১৩ এর ২৩৪ ধারা অনুযায়ী করপূর্ব মুনাফার ৫% হারে ২,৩৮,৫৬,৫৭১/- টাকা স্থানান্তর করা হয়েছে।

অডিটের মন্তব্যঃ

- ❑ জবাব সন্তোষজনক হয়নি।কারণঃ

ক্রমিক-১: শ্রম আইনের উল্লিখিত ধারায় নীট লাভের ৫% হারে শ্রম কল্যাণ তহবিলে অর্থ স্থানান্তরের বিধান আছে। কিন্তু আলোচ্য ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান কর পরবর্তী মুনাফা হতে অর্থ স্থানান্তর না করে করপূর্ব মুনাফা থেকে অর্থ স্থানান্তর করায় অতিরিক্ত অর্থ পরিশোধ করা হয়েছে।

ক্রমিক-২: বিদ্যুৎ, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন পেট্রোবাংলা এর অধীনস্থ প্রতিষ্ঠানসমূহে একই ধরনের আপত্তির বিপরীতে ১০ম জাতীয় সংসদের সরকারি হিসাব সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির ১৩তম বৈঠকে সিদ্ধান্ত প্রদান করা হয়েছে যে, "সকল ব্যয় বাদ দিয়ে ভবিষ্যতে নীট মুনাফা হিসাব করে WPPF (Workers' Profit Participation Fund)-এ সংশ্লিষ্ট অর্থ স্থানান্তর করতে হবে।"

সুতরাং শ্রমিক কল্যাণ তহবিলে করপূর্ব মুনাফার ৫% হারে স্থানান্তর সঠিক হয়নি এবং প্রতিষ্ঠার পর হতে অদ্যাবধি এই হারে অতিরিক্ত জমাকৃত অর্থও এক্ষেত্রে আদায়যোগ্য।

- ❑ বিষয়টিকে ১১-০৪-২০১৮ খ্রিঃ তারিখে অগ্রিম অনুচ্ছেদে উন্নীত করে সচিব, ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ বরাবরে পত্র প্রেরণ করা হয়।
- ❑ যথাসময়ে মন্ত্রণালয় হতে কোন জবাব না পাওয়ায় ১৭-০৫-২০১৮ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র এবং পরবর্তীতে ১১-০৬-২০১৮ খ্রিঃ তারিখে আধা-সরকারি পত্র প্রেরণ করা হলে মন্ত্রণালয় কর্তৃক সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের জবাবের সাথে একমত পোষণ করে ২৬-০৬-২০১৮ খ্রিঃ তারিখে সুপারিশ প্রেরণ করায় তা সন্তোষজনক হিসাবে বিবেচিত হয়নি।

অডিটের সুপারিশ:

দায়ী ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গের নিকট থেকে আপত্তিকৃত অর্থ আদায় পূর্বক প্রতিষ্ঠানের তহবিলে জমা করে প্রমাণকসহ নিরীক্ষাকে অবহিত করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নং-২

শিরোনামঃ কর্পোরেট ট্যাক্স বাবদ ৮৩,৪৯,৮০০ (মাত্র তিরাশি লক্ষ উনপঞ্চাশ হাজার আটশত) টাকা কম পরিশোধ করায় সরকারের রাজস্ব ক্ষতি ।

বিবরণঃ

বাংলাদেশ কেবল শিল্প লিমিটেড, শিরোমনি, খুলনা অফিসের ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরের আর্থিক হিসাব বিবরণী নিরীক্ষায় দেখা যায়, সংশ্লিষ্ট বছরে প্রতিষ্ঠানটির নীট লাভ ৫০,০৯,৮৭,৯৯১/- টাকার বিপরীতে ৩৫% হারে কর্পোরেট ট্যাক্স হিসাবে ১৭,৫৩,৪৫,৭৯৭/- টাকা সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান করার প্রয়োজনীয়তা ছিলো । কিন্তু এর পক্ষে স্থানীয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নীট লাভ থেকে Workers' Profit Participation Fund এ বরাদ্দ দেখিয়ে শ্রমিক কল্যাণ তহবিলে ২,৩৮,৫৬,৫৭১/- টাকা স্থানান্তর করার পর ৪৭,৭১,৩১,৪২০/- টাকার উপর কর্পোরেট ট্যাক্স নির্ধারণ করায় সরকারের ৮৩,৪৯,৮০০/- (মাত্র তিরাশি লক্ষ উনপঞ্চাশ হাজার আটশত) টাকা রাজস্ব ক্ষতি হয়েছে।

অনিয়মের কারণঃ

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এর কর নীতি উইং ১৮-০৮-২০১৬ খ্রিঃ তারিখের ০৮.০১.০০০০.০৩০.০৩.০১০.২৭৭ নম্বর পরিপত্র অনুযায়ী পরিপত্র -০১ (আয়কর)/২০১৬-২০১৭ অনুযায়ী নন-পাবলিকলি ট্রেডেড কোম্পানী (স্টক একচেঞ্জে তালিকাভুক্ত নয় এমন কোম্পানী) অনুযায়ী নীট লাভের উপর ৩৫% হারে কর্পোরেট ট্যাক্স প্রদান করা বাধ্যতামূলক। সেই হিসাবে ৫০,০৯,৮৭,৯৯১/- টাকা নীট মুনাফার উপর ৩৫% হারে কর্পোরেট ট্যাক্সের পরিমাণ হয় ১৭,৫৩,৪৫,৭৯৭/- টাকা। কিন্তু ৪৭,৭১,৩১,৪২০/- টাকা নীট মুনাফার উপর ৩৫% হারে কর্পোরেট ট্যাক্স ১৬,৬৯,৯৫,৯৯৭/- টাকা প্রদান করা হয়। ফলে প্রতিষ্ঠান কর্তৃক কর্পোরেট ট্যাক্স বাবদ (১৭,৫৩,৪৫,৭৯৭-১৬,৬৯,৯৫,৯৯৭) = ৮৩,৪৯,৮০০/- টাকা কম রাজস্ব প্রদান করা হয়েছে। ফলে সরকার তার প্রাপ্য রাজস্ব হতে বঞ্চিত হয়েছে।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ

স্থানীয় অফিসের ২৬-০৬-২০১৮ খ্রিঃ তারিখের জবাবে বলা হয়েছে যে, নীট মুনাফা থেকে ৫% হারে ২,৩৮,৫৬,৫৭১/- টাকা শ্রমিক কল্যাণ তহবিলে স্থানান্তরের পর কর্পোরেট ট্যাক্স নির্ধারণ করার বিধান থাকায় করপূর্ব মুনাফা থেকে শ্রমিক কল্যাণ তহবিলে অর্থ স্থানান্তর করা হয়েছে।

অডিটের মন্তব্যঃ

- ❑ জবাব সন্তোষজনক হয়নি। কারণঃ
  ক্রমিক-১: নীট লাভের উপর কর্পোরেট ট্যাক্স প্রদানের পরে শ্রমিক কল্যাণ তহবিলে অর্থ স্থানান্তর করতে হবে। নীট লাভ বলতে সকল খরচ ও ট্যাক্স পরবর্তী হিসাবকে বিবেচনা করা আর্থিক বিধান।
  ক্রমিক-২: বিদ্যুৎ, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন পেট্রোবাংলা এর অধীনস্থ প্রতিষ্ঠানসমূহে একই ধরনের আপত্তির বিপরীতে ১০ম জাতীয় সংসদের সরকারি হিসাব সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির ১৩তম বৈঠকে সিদ্ধান্ত প্রদান করা হয়েছে যে, "সকল ব্যয় বাদ দিয়ে ভবিষ্যতে নীট মুনাফা হিসাব করে WPPF (Workers' Profit Participation Fund) -এ সংশ্লিষ্ট অর্থ স্থানান্তর করতে হবে।"
  সুতরাং শ্রমিক কল্যাণ তহবিলে মুনাফার ৫% হারে স্থানান্তরের পর কর্পোরেট ট্যাক্স প্রদান সঠিক হয়নি এবং প্রতিষ্ঠার পর হতে অদ্যাবধি এই হারে কম কর্তনকৃত অর্থও এক্ষেত্রে আদায়যোগ্য।
- ❑ বিষয়টিকে ১১-০৪-২০১৮ খ্রিঃ তারিখে অগ্রিম অনুচ্ছেদে উন্নীত করে সচিব, ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ বরাবরে পত্র প্রেরণ করা হয়।
- ❑ যথাসময়ে মন্ত্রণালয় হতে কোন জবাব না পাওয়ায় ১৭-০৫-২০১৮ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র এবং পরবর্তীতে ১১-০৬-২০১৮ খ্রিঃ তারিখে আধা-সরকারি পত্র প্রেরণ করা হলে মন্ত্রণালয় কর্তৃক সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের জবাবের সাথে একমত পোষণ করে ২৬-০৬-২০১৮ খ্রিঃ তারিখে সুপারিশ প্রেরণ করায় তা সন্তোষজনক হিসাবে বিবেচিত হয়নি।

অডিটের সুপারিশঃ

দায় দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক আপত্তিকৃত অর্থ আদায় করে সরকারি কোষাগারে জমাপূর্বক প্রমাণকসহ নিরীক্ষাকে অবহিত করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নং-৩

শিরোনামঃ নন-রেসপনসিভ একক দরপত্র উচ্চমূল্যে গ্রহণ করে ১৪০০০০ কিঃ মিঃ অপটিক্যাল ফাইবার ক্রয় করায় ২,৪৬,০৭,৮০০ (মাত্র দুই কোটি ছেচল্লিশ লক্ষ সাত হাজার আটশত) টাকা আর্থিক ক্ষতি।

বিবরণঃ

- ❑ বাংলাদেশ কেবল শিল্প লিমিটেড, শিরোমনি, খুলনা অফিসের ২০১৬-২০১৭ অর্থ-বছরের হিসাব নিরীক্ষায় টেন্ডার, কার্যাদেশ, বিল/ভাউচার এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য রেকর্ড পত্র যাচাই করা হয়। স্থানীয় কর্তৃপক্ষ নন-রেসপনসিভ একক দরপত্র গ্রহণ করে মেসার্স ষ্টার লাইন টেকনোলজি লিঃ, ইন্ডিয়া এর নিকট থেকে ১৩,৯৮,৬০০.০০ ইউএস ডলার সমপরিমাণ ১১,৩২,৮৬,৬০০/- টাকার (১ ইউএস ডলার= ৮১.০০ টাকা হারে) টাকার অপটিক্যাল ফাইবার ক্রয় করেন। (ক্রয় কার্যাদেশ নম্বর-১৪.৩৭.০০০০.৭০২.০৭.১৯৭.১৭.১৪২১, তারিখঃ ১৬-০৫-২০১৭ খ্রিঃ এবং এলসি নম্বর-০৩৫২-১৭-০১-০১২৪, তারিখঃ ১৬-০৫-২০১৭ খ্রিঃ)।
- ❑ একই প্রতিষ্ঠান কর্তৃক টেন্ডার এলসি নম্বর- ০৩৫২-১৬-০১-০১০৩, তারিখঃ ১৪-০৭-২০১৬; কার্যাদেশ নম্বর-১৪.৩৭.০০০০.৭০২.০৭.১৩৭.১৬.২০৮০, তারিখঃ ১৪-০৭-২০১৬ এর মাধ্যমে প্রতিযোগিতামূলক মূল্যে একই বছরে অপটিক্যাল ফাইবার ক্যাবল যা ৭.৮২ ইউএস ডলার প্রতি কিঃ মিঃ হারে দরপত্র দাখিল করা হয়।অথচ আলোচ্য ক্ষেত্রে নন-রেসপনসিভ একক দরপত্র ৯.৯৯ ইউএস ডলার হারে গ্রহণ করায় প্রতি কিঃ মিঃ ইউএস ডলার (৯.৯৯-৭.৮২) = ২.১৭ ইউএস ডলার অতিরিক্ত পরিশোধ করা হয়েছে। অর্থাৎ ১৪০০০০ কিঃ মিঃ অপটিক্যাল ফাইবার ক্যাবল সরবরাহের বিপরীতে (১,৪০,০০০ X ২.১৭) = ৩,০৩,৮০০/- ইউএস ডলার সমপরিমাণ ২,৪৬,০৭,৮০০/- টাকা আর্থিক ক্ষতি হয়েছে।

অনিয়মের কারণঃ

- ❑ দরপত্রে সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান ৭টি লটে চাহিদাকৃত অপটিক্যাল ফাইবার সরবরাহ করার শর্ত প্রয়োগ করেন। পিপিআর, ২০০৮ এর বিধি ৪ (১) তফসিল ১ এ বর্ণিত Standard Tender Document (PG4) এর Instruction to Tender (ITT) Section -1 Rejection of All Tenders 58.2C এর পরিপন্থী। উক্ত বিধি অনুযায়ী শর্তযুক্ত দরপত্র দাখিল করলে নন-রেসপনসিভ হিসেবে গণ্য হবে। এ ক্ষেত্রে স্থানীয় কর্তৃপক্ষ বর্ণিত বিধি অনুসরণ করেননি।
- ❑ টেন্ডার সিডিউলে ৪৫ দিনের মধ্যে মালামাল সরবরাহের বাধ্যবাধকতা থাকলেও সরবরাহকারী ৭টি লটে ২০০০০ কিঃমিঃ করে ২৮-১১-২০১৭ খ্রিঃ সময়ে অর্থাৎ ১৯৩ দিনে সরবরাহের শর্ত প্রদান করে টেন্ডার দাখিল করেন।
- ❑ আন্তর্জাতিক টেন্ডার আহবানের ক্ষেত্রে দৈনিক আমার সংবাদ ও Independent পত্রিকায় যথাক্রমে ০৬-০১-২০১৭ ও ০৭-০১-২০১৭ খ্রিঃ তারিখে প্রকাশ করা হয়। CPTU তে বিজ্ঞাপন প্রকাশ হয়নি।
- ❑ একই অর্থ বছরে পূর্ববর্তী লটে একই মালামাল ক্রয়ের দর ছিল ইউএস ডলার ৭.৮২/প্রতি কিঃমিঃ ক্রয় কার্যাদেশ নং-১৪.৩৭.০০০০.৭০২.০৭.১৩৭.১৬.২০১৬, তারিখঃ ১৪-০৭-২০১৬ খ্রিঃ এবং উক্ত লটের সর্বশেষ শিপমেন্ট ছিল নভেম্বর/২০১৬ খ্রিঃ।
- ❑ বাৎসরিক ক্রয় পরিকল্পনা করা হয়নি।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব:

স্থানীয় অফিসের ১৩-০৮-২০১৮ খ্রিঃ তারিখের জবাবে বলা হয়েছে যে, অডিট আপত্তির সাথে স্থানীয় কর্তৃপক্ষ একমত পোষণ করেন। তবে জরুরী প্রয়োজনে দরপত্রটি গ্রহণ করে ক্রয় কার্য সম্পাদন করা হয়েছে।

অডিটের মন্তব্য:

- ❑ জবাব সন্তোষজনক হয়নি। কারণ বিধি বহির্ভূতভাবে নন-রেসপনসিভ একক দরপত্র উচ্চ মূল্যে গ্রহণ করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি।
- ❑ বিষয়টিকে ১১-০৪-২০১৮ খ্রিঃ তারিখে অগ্রিম অনুচ্ছেদে উন্নীত করে সচিব, ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ বরাবরে পত্র প্রেরণ করা হয়।
- ❑ যথাসময়ে মন্ত্রণালয় হতে কোন জবাব না পাওয়ায় ১৭-০৫-২০১৮ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র এবং পরবর্তীতে ১১-০৬-২০১৮ খ্রিঃ তারিখে আধা-সরকারি পত্র প্রেরণ করা হলে মন্ত্রণালয় কর্তৃক সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের জবাবের সাথে একমত পোষণ করে ১৩-০৮-২০১৮ খ্রিঃ তারিখে সুপারিশ প্রেরণ করায় তা সন্তোষজনক হিসাবে বিবেচিত হয়নি।

অডিটের সুপারিশ:

- ❑ দায়ী ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গের বিরুদ্ধে প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক।
- ❑ দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ পূর্বক আপত্তিকৃত অর্থ আদায় করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নং-৪

শিরোনামঃ আনেষ্টিমানি বাজেয়াপ্ত না করায় ইউএস ডলার ২২০০০ সমপরিমাণ ১৭,৬০,০০০ (মাত্র সতের লক্ষ ষাট হাজার) টাকা (১ ইউএস ডলার = ৮০ টাকা হারে) আর্থিক ক্ষতি ।

বিবরণঃ

বাংলাদেশ কেবল শিল্প লিমিটেড, শিরোমনি, খুলনা অফিসের ২০১৬-২০১৭ অর্থ-বছরের হিসাব নিরীক্ষাকালে টেন্ডার, কার্যাদেশ, বিল/ভাউচার এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য রেকর্ডপত্র যাচাইয়ে দেখা যায় যে, স্থানীয় কর্তৃপক্ষ ১,৮০,০০০ কিঃ মিঃ অপটিক্যাল ফাইবার ক্রয়ের জন্য আন্তর্জাতিক দরপত্র আহ্বান করে। টেন্ডার নম্বর-১৪.৩৭.০০০০.৭০২.০৭. ১৪৯.১৬.২৫২২, তারিখঃ ০৪-০৯-২০১৬ খ্রিঃ এর বিপরীতে তিনটি দরপত্র পাওয়া যায়। তন্মধ্যে সর্বনিম্ন দরদাতা Yangtze Optical Fiber and Cable Joint Stock Ltd Co, China কে উদ্ধৃত দর ৮.০৫ ইউএস ডলার প্রতি কিঃ মিঃ হারে সরবরাহের জন্য Notification of Award (NOA) জারি করলে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান পারফরমেন্স গ্যারান্টি জমা দিয়ে চুক্তি স্বাক্ষর করতে অস্বীকার করলে তার জামানত ইউএস ডলার ২২০০০ সমপরিমাণ ১৭,৬০,০০০/- (মাত্র সতের লক্ষ ষাট হাজার) টাকা (১ ডলার = ৮০ টাকা হারে) নগদায়ন করার আদেশ প্রদান করা হয়।

অনিয়মের কারণঃ

সংশ্লিষ্ট ব্যাংক কর্তৃক জামানত বাবদ অর্থ নগদায়ন করা হয়নি। ফলে সংস্থার জামানত বাবদ ইউ এস ডলার ২২,০০০ এর সমপরিমাণ (২২০০০ X ৮০) = ১৭,৬০,০০০/- (সতের লক্ষ ষাট হাজার) টাকা (১ ডলার = ৮০ টাকা হারে) কম আদায় হওয়ায় আয় কম হয়েছে। ফলশ্রুতিতে সংস্থা হতে সরকার তার প্রাপ্য রাজস্ব হতে বঞ্চিত হয়েছে।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ

স্থানীয় অফিসের ২৬-০৬-২০১৮ খ্রিঃ তারিখের জবাবে বলা হয়েছে যে, সরবরাহকারীর স্থানীয় প্রতিনিধি M/S, T.S Sourcing Ltd, Dhaka আদালতে মামলা করেন। যা বর্তমানে আরবিট্রেটর আদালতে বিচারাধীন আছে।

অডিটের মন্তব্যঃ

- ❑ চুক্তি অনুযায়ী জামানত বাবদ অর্থ নগদায়ন করা উচিত ছিল, কিন্তু তা করা হয়নি।
- ❑ বিষয়টিকে ১১-০৪-২০১৮ খ্রিঃ তারিখে অগ্রিম অনুচ্ছেদে উন্নীত করে সচিব, ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ বরাবরে পত্র প্রেরণ করা হয়।
- ❑ যথাসময়ে মন্ত্রণালয় হতে কোন জবাব না পাওয়ায় ১৭-০৫-২০১৮ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র এবং পরবর্তীতে ১১-০৬-২০১৮ খ্রিঃ তারিখে আধা-সরকারি পত্র প্রেরণ করা হলে মন্ত্রণালয় কর্তৃক এই আপত্তির বিষয়ে দীর্ঘ ১৬ মাস পরেও কোন জবাব প্রদান করা হয়নি।

অডিটের সুপারিশঃ

আদালতের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণপূর্বক প্রমাণকসহ জবাব প্রেরণ করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নং-৫

শিরোনামঃ বিলম্বে শিপমেন্টের জন্য লিকুইডেটেড ডেমেজ বাবদ ৬,৬৫,০৯১ (মাত্র ছয় লক্ষ পয়ষট্টি হাজার একানব্বই) টাকা আদায় না করায় আর্থিক ক্ষতি।

বিবরণঃ

বাংলাদেশ কেবল শিল্প লিমিটেড, শিরোমনি, খুলনা অফিসের ২০১৬-২০১৭ অর্থ-বছরের হিসাব নিরীক্ষাকালে টেন্ডার, কার্যাদেশ, বিল/ভাউচার এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য রেকর্ড পত্র যাচাইয়ে দেখা যায় যে, সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান চুক্তিবদ্ধ সময়ে লেটার অব ক্রেডিট (এলসি),র মেয়াদে মালামাল জাহাজীকরণ করতে ব্যর্থ হওয়ায় সংস্থার ৬,৬৫,০৯১ (মাত্র ছয় লক্ষ পয়ষট্টি হাজার একানব্বই) টাকা আর্থিক ক্ষতি হয়েছে [পরিশিষ্ট-ক (পৃঃ ১)]।

অনিয়মের কারণঃ

স্থানীয় কর্তৃপক্ষ অপটিক্যাল ফাইবার ক্রয়ের জন্য মেসার্স ষ্টার লাইন টেকনোলজি লিঃ ইন্ডিয়ার সাথে চুক্তি সম্পাদন করেন। সরবরাহকারী কর্তৃক মালামাল এলসির শর্তানুযায়ী নির্ধারিত সময়ের মধ্যে জাহাজীকরণ করা হয়নি। ফলে সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানের অনুরোধে এলসির মেয়াদ বৃদ্ধি করা হয় এবং বৃদ্ধিজনিত খরচ সংস্থার তহবিল থেকে বহন করা হয়। চুক্তির শর্তাবলীর ৩৭.১ অনুযায়ী মেয়াদ উত্তীর্ণ সময়ে মালামাল জাহাজীকরণ করলে প্রতি সপ্তাহে .৫০% টাকা হারে লিকুইডেটেড ডেমেজ আদায় করার বিধান থাকা সত্ত্বেও স্থানীয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক উক্ত অর্থ আদায় করা হয়নি।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ

স্থানীয় অফিসের ২৬-০৬-২০১৮ খ্রিঃ তারিখের জবাবে বলা হয়েছে যে, লেটার অব ক্রেডিট (এলসি) এর শর্ত মোতাবেক কাঁচামাল সরবরাহ করায় লিকুইডেটেড ডেমেজ আদায় করা হয়নি।

অডিটের মন্তব্যঃ

- ❑ জবাব সন্তোষজনক হয়নি। সরবরাহকারীর আবেদনের প্রেক্ষিতে এলসি সংশোধনের/মেয়াদ বৃদ্ধির কারণে দরপত্রের শর্তাবলীর আলোকে লিকুইডেটেড ডেমেজ আদায় করা আবশ্যক।
- ❑ বিষয়টিকে ১১-০৪-২০১৮ খ্রিঃ তারিখে অগ্রিম অনুচ্ছেদে উন্নীত করে সচিব, ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ বরাবরে পত্র প্রেরণ করা হয়।
- ❑ যথাসময়ে মন্ত্রণালয় হতে কোন জবাব না পাওয়ায় ১৭-০৫-২০১৮ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র এবং পরবর্তীতে ১১-০৬-২০১৮ খ্রিঃ তারিখে আধা-সরকারি পত্র প্রেরণ করা হলে মন্ত্রণালয় কর্তৃক সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের জবাবের সাথে একমত পোষণ করে ২৬-০৬-২০১৮ খ্রিঃ তারিখে সুপারিশ প্রেরণ করায় তা সন্তোষজনক হিসাবে বিবেচিত হয়নি।

অডিটের সুপারিশঃ

- ❑ সংশ্লিষ্ট সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানের নিকট থেকে লিকুইডেটেড ডেমেজ বাবদ আপত্তিকৃত সমুদয় অর্থ আদায় করা আবশ্যক।
- ❑ দায়ী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণপূর্বক নিরীক্ষাকে অবহিত করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নং-৬

শিরোনামঃ ত্রুটিপূর্ণ আন্তর্জাতিক দরপত্র আহবানের মাধ্যমে ৫৬টি প্যাকেজে ৫৯,৪৯.২৬,২৫৬ (মাত্র উনষাট কোটি উনপঞ্চাশ লক্ষ ছাব্বিশ হাজার দুইশত ছাপ্পান্ন) টাকার বিভিন্ন প্রকার কাঁচামাল বিধি বহির্ভূতভাবে ক্রয়।

বিবরণঃ

বাংলাদেশ কেবল শিল্প লিমিটেড, শিরোমনি, খুলনা অফিসের ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরের হিসাব নিরীক্ষাকালে টেন্ডার ডকুমেন্ট, বিজ্ঞাপন, টেন্ডার ইভালুয়েশন, পারচেজ অর্ডার ইত্যাদি নিরীক্ষা করা হয়। নিরীক্ষাকালীন সময়ে বর্ণিত কাগজপত্র পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, স্থানীয় কর্তৃপক্ষ ৫৬টি লটে মোট ৫৯,৪৯,২৬,২৫৬ (মাত্র উনষাট কোটি উনপঞ্চাশ লক্ষ ছাব্বিশ হাজার দুইশত ছাপ্পান্ন) টাকার বৈদেশিক মুদ্রায় বিভিন্ন প্রকার কাঁচামাল ক্রয় করেন। যেমনঃ অপটিক্যাল ফাইবার, কপার রড, এইচডিপিই ইত্যাদি [(পরিশিষ্ট-খ (পৃঃ ২-৩)]।

অনিয়মের কারণঃ

(ক) প্রচার/বিজ্ঞাপন (পিপিআর, ২০০৮ এর বিধি ৯০ এর অধীন)ঃ

(i) বহুল প্রচারিত জাতীয় পত্রিকায় বিজ্ঞাপন প্রকাশের বিধান থাকলেও স্থানীয় কর্তৃপক্ষ দৈনিক আমার সংবাদ পত্রিকায় বিজ্ঞাপন প্রকাশ করেন।

(ii) ১.০০ কোটি টাকার উর্ধ্বে ক্রয় করা হলেও CPTU তে বিজ্ঞাপন প্রকাশ করা হয়নি।

(iii) আন্তর্জাতিক দরপত্র আহবানের বিজ্ঞপ্তি স্থানীয় বৈদেশিক দূতাবাসগুলোতে প্রেরণ করা হয়নি।

(খ) টেন্ডার সিডিউল প্রস্তুত (পিপিআর, ২০০৮ এর বিধি ০৪ এর অধীন)ঃ

(i) পিপিআর, ২০০৮ অনুযায়ী স্ট্যান্ডার্ড বিডিং ডকুমেন্ট প্রস্তুত করা হয়নি।

(ii) বিড সাবমিশন লেটার যথাযথভাবে সরবরাহকারী কর্তৃক দাখিল করা হয়নি।

(iii) টেন্ডার শর্তাবলীতে পিপিআর, ২০০৮ অনুসরণ না করে কর্তৃপক্ষের ইচ্ছানুযায়ী বিধি বহির্ভূতভাবে দরপত্রের শর্তাবলী সংযোজন করে টেন্ডার সিডিউল প্রস্তুত করে দরপত্র আহবান করা হয়েছে।

(iv) সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানের স্থানীয় এজেন্টদের বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবহারে সনদ প্রদানের ব্যবস্থা রাখা হয়নি।

(v) পিপিআর, ২০০৮ অনুযায়ী পন্য ক্রয়ে স্ট্যান্ডার্ড ডকুমেন্টসমূহ ব্যবহার করে দরপত্র **আহ্বান** করা হয়নি।

(vi) আন্তর্জাতিক দরপত্রে দর উল্লেখের সময় সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানের স্থানীয় এজেন্টের কমিশন, মালামালের মূল্য এবং শিপমেন্ট ফ্রেইট আলাদাভাবে উল্লেখ করা হয়নি।

(গ) টেন্ডার ইভালুয়েশন (পিপিআর, ২০০৮ এর বিধি ৩৩ এর অধীন)ঃ

(i) টেন্ডার ইভেলুয়েশনে ঠিকাদার কর্তৃক মালামাল সরবরাহের বেলায় বিভিন্ন লটে শর্ত প্রদান করলেও টেন্ডার ইভালুয়েশন কমিটি শর্তযুক্ত দরপত্র বিধি বহির্ভূতভাবে গ্রহণ করেন।

(ii) টেন্ডার কমিটি বাজার দর যাচাই না করে মালামাল ক্রয়ের সুপারিশ করেন যা কর্তৃপক্ষ অনুমোদন করে ক্রয় কার্য সম্পাদন করেন।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ

স্থানীয় অফিসের ২৬-০৬-২০১৮ খ্রিঃ তারিখের জবাবে বলা হয়েছে যে,

- ❑ বিজ্ঞাপন প্রচার বিষয়ে বৈদেশিক দূতাবাসে ও স্থানীয় এজেন্ট ও CPTU তে ই-মেইল প্রেরণ করেন।
- ❑ দরপত্র সহজভাবে অনুধাবনের কারণে দরপত্র সিডিউল সংক্ষিপ্ত করা হয়েছে।
- ❑ অপটিক্যাল ফাইবার সংগ্রহ করে সহজভাবে গুদামজাতকরণের কারণে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লটে বিভক্ত করে কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে।
- ❑ মালামাল সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান কাঁচামালের দর ওয়েবসাইটে প্রকাশ না করায় আন্তর্জাতিক বাজার দর যাচাই সম্ভব হয়নি।

অডিটের মন্তব্যঃ

- ❑ জবাব সন্তোষজনক হয়নি। কারণঃ
  - ➢ ই-মেইল প্রেরণ করে CPTU, বৈদেশিক দূতাবাসসহ কাঁচামাল সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানকে অবহিত করার বিধান পিপিআর, ২০০৮ এ নেই।
  - ➢ CPTU, কাঁচামাল উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান ও বিভিন্ন বৈদেশিক দূতাবাসে পত্র প্রেরণ করা হয়নি।
  - ➢ দৈনিক আমার সংবাদ একটি স্থানীয় পত্রিকা, বহুল প্রচারিত জাতীয় পত্রিকা নয়।
  - ➢ দরপত্র সিডিউল সংক্ষিপ্ত করার বিধান নেই।
- ❑ বিষয়টিকে ১১-০৪-২০১৮ খ্রিঃ তারিখে অগ্রিম অনুচ্ছেদে উন্নীত করে সচিব, ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ বরাবরে পত্র প্রেরণ করা হয়।
- ❑ যথাসময়ে মন্ত্রণালয় হতে কোন জবাব না পাওয়ায় ১৭-০৫-২০১৮ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র এবং পরবর্তীতে ১১-০৬-২০১৮ খ্রিঃ তারিখে আধা-সরকারি পত্র প্রেরণ করা হলে মন্ত্রণালয় কর্তৃক সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের জবাবের সাথে একমত পোষণ করে ১৭-১০-২০১৮ খ্রিঃ তারিখে সুপারিশ প্রেরণ করায় তা সন্তোষজনক হিসাবে বিবেচিত হয়নি।

অডিটের সুপারিশঃ

দায়ী ব্যক্তি/ ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক।

তারিখঃ ০২-১১-১৪২৬ বঙ্গাব্দ।
১৫-০২-২০২০ খ্রিস্টাব্দ।

মহাপরিচালক
ডাক, টেলিযোগাযোগ, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি
বিষয়ক অডিট অধিদপ্তর, ঢাকা।

বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল এর বার্ষিক অডিট রিপোর্ট ২০১৭-২০১৮

দ্বিতীয় খণ্ড
পরিশিষ্টসমূহ

[ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন বাংলাদেশ কেবল শিল্প সংস্থা লিমিটেড অফিসের ২০১৬-২০১৭ অর্থ-বছরের আর্থিক হিসাব সম্পর্কিত]

ডাক, টেলিযোগাযোগ, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক অডিট অধিদপ্তর

[দি কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল (এ্যাডিশনাল ফাংশন্স) এ্যাক্ট, ১৯৭৪ এর ধারা-৫(১) অনুযায়ী এ নিরীক্ষা প্রতিবেদন মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট পেশকৃত]

বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল এর
বিশেষ অডিট রিপোর্ট
২০১৭-২০১৮

দ্বিতীয় খণ্ড
পরিশিষ্টসমূহ

[ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন বাংলাদেশ কেবল শিল্প সংস্থা লিমিটেড অফিসের ২০১৬-২০১৭ অর্থ-বছরের আর্থিক হিসাব সম্পর্কিত]

ডাক, টেলিযোগাযোগ, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক অডিট অধিদপ্তর

[দি কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল (এ্যাডিশনাল ফাংশন্স) এ্যাক্ট, ১৯৭৪ এর ধারা-৫(১) অনুযায়ী এ নিরীক্ষা প্রতিবেদন মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট পেশকৃত]

অডিট অনুচ্ছেদের সার-সংক্ষেপ

বাংলাদেশ কেবল শিল্প লিমিটেড ২০১৬-২০১৭ আর্থিক সালের হিসাব সম্পর্কিত।

ক্রমিক নং	অনুচ্ছেদ নম্বর	পরিশিষ্ট	অনুচ্ছেদসমূহের শিরোনাম	পৃষ্ঠা নম্বর
১	১	--	Workers' Profit Participation Fund এ বরাদ্দ দেখিয়ে শ্রমিক কল্যাণ তহবিলে কর্পোরেট ট্যাক্স বাদ না দিয়ে নীট লাভের ৫% হারে প্রদান করায় ৭৫,৭৪,৪৬২ (মাত্র পঁচাত্তর লক্ষ চুয়াত্তর হাজার চারশত বাষট্টি) টাকা অতিরিক্ত পরিশোধ।	--
	২	--	কর্পোরেট ট্যাক্স বাবদ ৮৩,৪৯,৮০০ (মাত্র তিরাশি লক্ষ উনপঞ্চাশ হাজার আটশত) টাকা কম পরিশোধ করায় সরকারের রাজস্ব ক্ষতি ।	--
	৩	--	নন-রেসপনসিভ একক দরপত্র উচ্চমূল্যে গ্রহণ করে ১৪০০০০ কিঃ মিঃ অপটিক্যাল ফাইবার ক্রয় করায় ২,৪৬,০৭,৮০০ (মাত্র দুই কোটি ছেচল্লিশ লক্ষ সাত হাজার আটশত) টাকা আর্থিক ক্ষতি।	--
	৪	--	আর্নেস্টমানি বাজেয়াপ্ত না করায় ইউএস ডলার ২২০০০ সমপরিমাণ ১৭,৬০,০০০ (মাত্র সতের লক্ষ ষাট হাজার) টাকা (১ ইউএস ডলার = ৮০ টাকা হারে) আর্থিক ক্ষতি ।	--
	৫	ক	বিলম্বে শিপমেন্টের জন্য লিকুইডেটেড ডেমেজ বাবদ ৬,৬৫,০৯১ (মাত্র ছয় লক্ষ পয়ষট্টি হাজার একানব্বই) টাকা আদায় না করায় আর্থিক ক্ষতি।	১
২	৬	খ	ত্রুটিপূর্ণ আন্তর্জাতিক দরপত্র আহ্বানের মাধ্যমে ৫৬টি প্যাকেজে ৫৯,৪৯,২৬,২৫৬ (মাত্র উনষাট কোটি উনপঞ্চাশ লক্ষ ছাব্বিশ হাজার দুইশত ছাপ্পান্ন) টাকার বিভিন্ন প্রকার কাঁচামাল বিধি বহির্ভূতভাবে ক্রয়।	২-৩
৩			মহাপরিচালকের মন্তব্য	৪

অনুচ্ছেদ-৫

বিলম্বে শিপমেন্টের জন্য লিকুইডেটেড ডেমেজ আদায় না করায় আর্থিক ক্ষতির বিবরণীঃ

ক্রঃ নং	অফিসের নাম ও হিসাব সাল	সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান	কাজ	মূল এলসি নং ও তারিখ	মূল এলসি অনুযায়ী সর্বশেষ শিপমেন্টের তারিখ	সংশোধিত সর্বশেষ শিপমেন্টের তারিখ	শিপমেন্ট বিলম্বের সময়	আন-শিপমেন্ট মালের মূল্য এবং লিকুইডেটেড ডেমেজের হার	লিকুইডেটেড ডেমেজের পরিমাণ
	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
০১	বাংলাদেশ কেবল শিল্প লিমিটেড, শিরোমনি, খুলনা। ২০১৬-২০১৭	মেসার্স স্টার লাইট টেকনোলজি লিমিটেড, ইন্ডিয়া।	১,৪০,০০০ কিঃ মিঃ অপটিক্যাল ফাইবার সরবরাহ।	এলসি নং ০৩৫২.১৬.০১.০১০৩ তারিখঃ ১৪/০৭/২০১৬ খ্রিঃ	১০/১০/১৬ খ্রিঃ	২২/১১/১৬ খ্রিঃ	৪২ দিন = ৬ সপ্তাহ	ইউএস ডলার ২৭৩৭০০ এবং ৩.০০% (প্রতি সপ্তাহ ০.৫০% হারে)	ইউএস ডলার ৮২১১.০০ এর ৮১ টাকা হারে ৬,৬৫,০৯১ টাকা
								মোট =	৬,৬৫,০৯১/- (মাত্র ছয় লক্ষ পয়ষট্টি হাজার একানব্বই টাকা)

অনুচ্ছেদ নং-৬

ত্রুটিপূর্ণ আন্তর্জাতিক দরপত্র আহ্বানের মাধ্যমে ৫৬টি প্যাকেজে বিভিন্ন প্রকার কাঁচামাল বিধি বহির্ভূতভাবে ক্রয়ের বিবরণীঃ

Sl. No	অফিসের নাম ও হিসাব সাল	Name of the Imported Material	PO	LC Payment
1.	বাংলাদেশ কেবল শিল্প লিমিটেড, শিরোমনি, খুলনা। ২০১৬-২০১৭	5 MT Copolymer Coated Alu. Foil	127	12,16,318.00
2.	”	4MT Polyester Foil	129	8,12,809.00
3.	”	2000 KM Filler Rod-22 mm	130	30,92,091.95
4.	”	3500 Reel Hot Marking Foil	132	5,24,398.00
5.	”	40000 Coloured Optic Fiber	135	2,37,48,032.00
6.	”	180 MT Black PE	136	1,99,03,889.00
7.	”	1,40,000 Km Coloured Optic Fiber	137	8,68,84,812.00
8.	”	1250 Kg Aramid Yam	138	24,60,048.00
9.	”	100 MT HDPE	139	17,05,740.00
10.	”	5 MT Color Master Batch	140	17,49,405.00
11.	”	6 MT Silicon	141	18,56,916.00
12.	”	5 MT PE-RT Granules	142	7,92,203.00
13.	”	50 MT HDPE	146	66,18,535.00
14.	”	35500 Km Fiber	150	2,40,12,404.00
15.	”	50 MT PBTGranules	151	60,32,504.00
16.	”	2900 KM FRP	152	37,72,613.00
17.	”	14 MT Tube Lessening jel	153	21,29,608.00
18.	”	20 MT Core Filling Compound/ Flooding Compound	154	21,37,601.00
19.	”	3 MT Polyester Binder Yam	155	6,75,164.00
20.	”	7 MT Water Blocking Tape	156	22,07,177.00
21.	”	6 MT Polyester Foil	157	12,08,579.00
22.	”	48 MT Co-polymer Coated Alluminum Foil	158	84,88,517.00
23.	”	150 MT Steel Tape	159	1,65,04,184.00
24.	”	384 MT Black PE (MDPE)	160	4,25,41,218.00
25.	”	1.25 MT Aramid Yam	161	22,39,934.00
26.	”	200 MT HDPE	162	2,16,68,732.00
27.	”	9.36 MT Color Master Batch	163	20,07,661.00
28.	”	10 MT PE/RT HDPE	164	17,52,597.00

31.	বাংলাদেশ কেবল শিল্প লিমিটেড, শিরোমনি, খুলনা। ২০১৬-২০১৭	7000 KM Fiber	171	44,17,758.00
32.	"	180000 KM Fiber	173	12,25,24,588.00
33.	"	520 MT Black PE-MDPE	174	5,86,93,885.00
34.	"	6 MT Water Blocking Tape	175	16,92,795.00
35.	"	3 MT Polyeater Foil	176	5,21,112.00
36.	"	24 MT Alluminium Foil	177	40,39,612.00
37.	"	65 MT Steel Tape	178	63,55,592.00
38.	"	20 MT HDPE	179	25,48,897.00
39.	"	53 MT PBT Granules	180	76,46,941.00
40.	"	2400 KM FRP ROD	181	28,17,844.00
41.	"	13 MT Tub Lessening Jel	182	17,00,906.00
42.	"	7 MT OFC Core Filling Compound	183	8,13,211.00
43.	"	2 MT Polyester BinderYam	184	4,31,929.00
44.	"	25000 KM Fiber	188	1,67,25,384.00
45.	"	4000 Reel Hot Marking Foil	195	5,92,268.00
46.	"	Colored Optic Fiber 20000 Km 1st lot	197	3,30,716.00
47.	"	3100 km FRP dia 22 & 21	198	12,149.00
48.	"	900m FRP dia 25	198/A	14,03,234.00
49.	"	12 MT Tube Lessening Jel	199	16,29,343.00
50.	"	16 MT OFC Core Filling Compound	200	7,380.00
51.	"	5 MT Polyester Binder Yam	201	5,418.00
52.	"	6 MT Water Blocking Tape	202	5,417.00
53.	"	6 MT Polyester Foil	203	10,54,691.00
54.	"	38 MT Copolymer Coated Alu Tape	204	21,294.00
55.	"	60 MT Co-pohmer Coated steel Tape	205	64,46,087.00
56.	"	200 MT HDPE-RT	207	2,20,52,744.00
			Total-	**59,49,26,256/-**

(Fifty nine crore Forty nine lakh twenty six thousand two hundred fifty six taka only)

মহাপরিচালকের মন্তব্য

ডাক, টেলিযোগাযোগ, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক অডিট অধিদপ্তর কর্তৃক বাংলাদেশ কেবল শিল্প লিমিটেড, শিরোমনি, খুলনা এর ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরের নিরীক্ষা প্রচলিত নিয়মানুযায়ী নমুনায়ন পদ্ধতি (Sampling Method) অনুসরণ করে সম্পন্ন করা হয়েছে।

উক্ত নিরীক্ষায় পরিলক্ষিত অনিষ্পন্ন গুরুতর আর্থিক অনিয়ম ও ক্ষয়-ক্ষতির বিবরণ এ নিরীক্ষা প্রতিবেদনে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

তারিখঃ ০৯-১২-১৪২৬ বঙ্গাব্দ।
২৫-০৩-২০২০ খ্রিষ্টাব্দ।

মহাপরিচালক
ডাক, টেলিযোগাযোগ, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি
বিষয়ক অডিট অধিদপ্তর, ঢাকা।